শৈলকুপায় দলিল লেখক শাহাবুদ্দিনের বিরুদ্ধে জালিয়াতি ও আধিপত্য বিস্তারের অভিযোগ

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের দলিল লেখক ও পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মো.শাহাবুদ্দিন সাবুর বিরুদ্ধে নানান জালিয়াতি, সিন্ডিকেট বাণিজ্য ও একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের অভিযোগ উঠেছে। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অফিসের কর্মকর্তা- কর্মচারী,সাধারণ দলিল লেখক এবং নিরীহঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের দলিল লেখক ও পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মো.শাহাবুদ্দিন সাবুর বিরুদ্ধে নানান জালিয়াতি, সেবাগ্রহীতাদের জিম্মি করছেন বলে সম্প্রতি নিবন্ধন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক (আইজিআর) বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। অভিযোগের অনুলিপি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী,ঝিনাইদহ জেলা রেজিস্ট্রার এবং শৈলকুপা সাব-রেজিস্ট্রারকেও পাঠানো হয়েছে।

অভিযোগকারী মো. মোস্তাফিজুর রহমান স্বাক্ষরিত লিখিত অভিযোগ সূত্রে জানা যায়,শৈলকুপা সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের ১৫৯ নম্বর লাইসেন্সধারী দলিল লেখক ও পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মো. শাহাবুদ্দিন সাবু তার রাজনৈতিক পরিচয়কে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে শৈলকুপা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের স্বাভাবিক কার্যক্রমে দীর্ঘদিন ধরে সরাসরি হস্তক্ষেপ করছেন। তার কোনো অনৈতিক নির্দেশ অমান্য করলেই কর্মকর্তা-কর্মচারীদের লাঞ্ছিত ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়। এমনকি সম্প্রতি নতুন যোগদান করা ভারপ্রাপ্ত সাব-রেজিস্ট্রারের সাথেও তিনি চরম অসদাচরণ করেছেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়।

অভিযোগে বলা হয়েছে,বর্তমানে স্থানীয় দলিল লেখক সমিতির কোনো বৈধ কমিটি না থাকলেও ওই লেখকের একক ইশারায় চলছে একটি অবৈধ সিন্ডিকেট। এই সিন্ডিকেটের মাধ্যমে প্রতিটি দলিল থেকে সমিতির নামে অবৈধভাবে মোটা অঙ্কের টাকা কমিশন আদায় করা হচ্ছে। শাহাবুদ্দিন সাবুর এই সিন্ডিকেটের কারণে অন্য দলিল লেখকরা তটস্থ থাকেন এবং কেউ এর প্রতিবাদ করতে সাহস পান না বলেও অভিযোগে তুলে

ধরা হয়েছে। এছাড়া সম্প্রতি একটি শরিকানা জমির ওপর আদালত কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা ও মামলা চলমান থাকা সত্ত্বেও দলিল লেখক মো.শাহাবুদ্দিন সাবু তার পেশিশক্তি ও বিপুল অঙ্কের অনৈতিক আর্থিক লেনদেনের বিনিময়ে জমি রেজিস্ট্রি করে নিয়েছেন।

এদিকে নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক দলিল লেখক বলেন,‘অভিযুক্ত শাহাবুদ্দিনের তৈরি করা নিয়মের বাইরে গিয়ে সাধারণ মানষের পক্ষে সহজে দলিল সম্পাদন করা কঠিন হয়ে দাড়িয়েছে। এর ফলে সাধারণ সেবাগ্রহীতারা যেমন হয়রানির শিকার হচ্ছেন,তেমনি নিয়মের ব্যত্যয় ঘটায় সরকারের রাজস্ব আহরণেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। অফিসের কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে এবং সাধারণ মানষের দুর্ভোগ লাঘবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে।’

অভিযোগকারী মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন,‘আমি শৈলকুপার একজন স্থায়ী বাসিন্দা। সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি আর অফিসের অরাজকতা দেখেই আমি এই অভিযোগটি দিয়েছি। যেহেতু অভিযুক্ত দলিল লেখকের রাজনৈতিক প্রভাব ও বড় একটি সিন্ডিকেট রয়েছে,তাই নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তার কথা ভেবে আমি অভিযোগে আমার বিস্তারিত পরিচয় ও স্থায়ী ঠিকানা উল্লেখ করিনি। তবে আমি চাই এই অনিয়ম বন্ধ হোক এবং অফিসের সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে আসুক।’

এ বিষয়ে জানতে দলিল লেখক মো. শাহাবুদ্দিন সাবুর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন,‘আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন দপ্তরে যে অভিযোগ দেওয়া হয়েছে তার কোন সত্যতা নেই। আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবে একটি মহল আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দিয়েছে।’

ঝিনাইদহ জেলা রেজিস্ট্রার সাব্বির আহমেদ বলেন,এবিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হবে।’

চুয়াডাঙ্গায় জন্ম নিবন্ধন জালিয়াতির অভিযোগে ইউপি কর্মকর্তাসহ গ্রেপ্তার ২

চুয়াডাঙ্গায় জন্ম নিবন্ধন জালিয়াতির অভিযোগে দর্শনা থানার বেগমপুর ইউনিয়ন পরিষদের এক প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও এক উদ্যোক্তাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

শনিবার (৯ মে) দুপুরে তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে। এর আগে রাত ২টার দিকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন বেগমপুর ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা রায়হান মাহমুদ (৩৫) এবং ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তা আরিফুল ইসলাম (৩০)। তাদের বিরুদ্ধে সাইবার সুরক্ষা আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, প্রশাসনিক কর্মকর্তা রায়হান মাহমুদ ও ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তা আরিফুল ইসলাম বেগমপুর ইউনিয়ন পরিষদের জন্মসনদসহ বিভিন্ন অনলাইনভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করতেন।

গত বৃহস্পতিবার বিধিবহির্ভূতভাবে জন্মনিবন্ধন করা হচ্ছে এমন অভিযোগ চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিথি মিত্রকে জানান এক অজ্ঞাত ব্যক্তি।

অভিযোগটি যাচাই-বাছাই করে দেখা যায়, উপযুক্ত প্রমাণক ছাড়াই সিলেটের মৌলভীবাজার জেলার মোহাম্মদ শহিদ মিয়া এবং কুমিল্লা জেলার বিল্লাল নামের দুই ব্যক্তির জন্ম নিবন্ধন করা হয়েছে। তাদের বর্তমান ঠিকানা হিসেবে ব্যবহার করা হয় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের হরিশপুর গ্রাম।

সরেজমিন তদন্তে দেখা যায়, তারা কেউই ওই এলাকার বাসিন্দা নন এবং স্থানীয়রাও তাদের চেনেন না। গত ১২ মার্চ ও ৭ মার্চ বিধিবহির্ভূতভাবে তাদের জন্ম নিবন্ধন সম্পন্ন করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া তাদের বিরুদ্ধে আরও একাধিক ভুয়া জন্ম নিবন্ধন তৈরির অভিযোগ রয়েছে।

বিষয়টি লিখিতভাবে জেলা প্রশাসককে জানান সদর উপজেলা নির্বাহী

কর্মকর্তা। পরে জেলা প্রশাসকের নির্দেশনায় তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।

দর্শনা থানার পরিদর্শক হিমেল রানা জানান, গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে সাইবার নিরাপত্তা আইনে মামলা করা হয়েছে।

চেক জালিয়াতি মামলায় সাংবাদিক সুমনের জেল-জরিমানা

মেহেরপুরে চেক জালিয়াতি মামলায় আফসারুল হাসান সুমন (সুমন সাংবাদিক) কে এক বছরের কারাদণ্ড ও ৯৫ হাজার টাকা জরিমানার আদেশ দিয়েছেন আদালত।

গতকাল বুধবার বিকালে মেহেরপুর যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ ১ম আদালতের বিচারক এমদাদুল হক এ রায় দেন। সাজাপ্রাপ্ত সুমন মেহেরপুর শহরের বড় বাজার এলাকার মৃত আনোয়ারুল ইসলামের ছেলে।

জানা গেছে, সুমন ২০২৩ সালের ২০ আগস্ট ব্যবসায়িক লেনদেনের সূত্র ধরে মেহেরপুর শহরের সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় পাড়ার ফারুক হোসেনের ছেলে হাসানুল মারুফ এর ৯৫ হাজার ৩৮৭ টাকা পাওনা বাবদ রূপালী ব্যাংক শাখার একটি চেক প্রদান করেন। পরে ওই চেকের অনুকূলে কোন টাকা না থাকায় চেকটি ডিজ অনার করা হয়।

পরে হাসানুল মারুফ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলী আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় বিজ্ঞ আদালত আফসারুল হাসান সুমন (সুমন সাংবাদিক) কে এক বছরের কারাদণ্ড ও চেকের সমপরিমাণ ৯৫ হাজার টাকা জরিমানার আদেশ দেন।

মামলা রাষ্ট্রপক্ষে এ পি পি মখলেছুর রহমান খান স্বপন এবং আসামি পক্ষে রুত সোভা মন্ডল কৌশলী ছিলেন। সাজাপ্রাপ্ত সুমন পলাতক রয়েছে।

কালীগঞ্জে কাজীর সীল স্বাক্ষর জালিয়াতি করে বিয়ে দেওয়ার অভিযোগ !

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে সরকারি নিকাহ রেজিস্ট্রারের (কাজী) সীল ও স্বাক্ষর জালিয়াতি করে একাধিক বিয়ে পড়ানোর অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় কালীগঞ্জ উপজেলার অনুমানপুর দাখিল মাদ্রাসার সহকারী সুপার আব্দুল লতিফ ও মালিয়াট ইউনিয়নের নিকাহ রেজিস্ট্রার মোঃ সোলাইমান হোসেনের নামে আদালতে মামলা করেছেন প্রতারণার শিকার এক ভুক্তভোগী। মামলা নম্বর- কালীগঞ্জ সিআর-৮২৯/২৪।

অভিযোগ উঠেছে, কালীগঞ্জের মালিয়াট ইউনিয়নের নিকাহ রেজিস্ট্রার মোঃ সোলাইমান হোসেনের সীল ও স্বাক্ষর জালিয়াতি করে এলাকায় একাধিক বিয়ে পড়িয়েছেন অভিযুক্ত আব্দুল লতিফ। সীল ও স্বাক্ষর জালিয়াতি ছাড়াও ভুয়া নিকাহনামা সরবরাহ ও নিকাহনামায় উল্লেখ করা দেনমোহরের পরিমাণ টেম্পারিংয়ের অভিযোগ উঠেছে আব্দুল লতিফের বিরুদ্ধে।

মামলার এজাহার সুত্রে জানা গেছে, ঝিনাইদহ সদর উপজেলার জিয়ালা গ্রামের মোফাজ্জেল হোসেনের ছেলে মিজানুরের সাথে ২০১৫ সালে কালীগঞ্জের মালিয়াট ইউনিয়নের মনোহরপুর গ্রামের আফিয়া বেগমের বিয়ে হয়। বিয়ের পরে দাম্পত্য কলহের কারণে ২০১৭ সালে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে। এরপর ২০১৮ সালে মিজানুর ও আফিয়া পারিবারিক ভাবে সমঝোতা ও সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে আবারও দাম্পত্য জীবন শুরু করেন। বিয়ে পড়ান কালীগঞ্জের অনুপমপুর দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষক আব্দুল লতিফ। ওই সময় নিকাহ রেজিস্ট্রার সোলাইমান হোসেন আব্দুল লতিফকে নিকাহ রেজিস্ট্রি করার জন্য দায়িত্ব দিয়ে বিবাহ অনুষ্ঠান থেকে বিদায় নেন। পরে আব্দুল লতিফ বিয়ে রেজিস্ট্রি’র কাজ সম্পন্ন করেন।

এজাহারে আরও বলা হয়েছে, বিয়ের পর মিজানুর রহমান তার স্ত্রী আফিয়াকে ১০ লাখ টাকার যৌতুক দাবি করে চাপ দিতে থাকেন। এক

পর্যায়ে আফিয়া খাতুন দুই সন্তান নিয়ে পিতার বাড়িতে চলে আসেন এবং আদালতে মিজানুরের বিরুদ্ধে যৌতুক নিরোধ আইনে মামলা করেন। মামলা দায়েরের পরে আফিয়া খাতুন নিকাহ রেজিস্ট্রার (কাজী) সোলাইমান হোসেনের সঙ্গে নিকাহনামার নকল কপি নেয়ার জন্য যোগাযোগ করেন। পরে আফিয়া খাতুন কাজী সোলাইমানের বাসায় নিকাহনামার নকল আনতে গিয়ে সেখানে আব্দুল লতিফকেও পেয়ে যান।

ওই সময় আফিয়া খাতুন তার নিকাহনামার কপি চাইলে কাজী সোলাইমান হোসেন ও আব্দুল লতিফ তাকে জানান, আফিয়া-মিজানুর দম্পতির কোনো বিয়ে তারা রেজিস্ট্রি করেননি। এমনকি ওই বিয়ে তারা যে পড়িয়েছেন, সেটিও তারা অস্বীকার করেন। এ ঘটনায় নানা ভাবে সমাধানের চেষ্টা করলেও মালিয়াট ইউনিয়নের কাজী ওই গৃহবধূর বিয়ে পড়াননি মর্মে প্রত্যায়ন পত্র দেন। পরে আব্দুল লতিফের কাছে নিজের বিয়ের কাবিননামা চান ভুক্তভোগী গৃহবধূ। এসময় আব্দুল লতিফ তা না দিয়ে উল্টো ওই নারীকে হুমকি ধামকি দেন।

এ ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলে মালিয়াট ইউনিয়নের নিকাহ রেজিস্ট্রার সোলায়মান হোসেন বর মিজানুর রহমানের কাছে লিখিত প্রত্যয়নপত্র মারফত জানান, ‘মিজানুর-আফিয়া’ দম্পতির বিয়ে তিনি পড়াননি। মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, ভুক্তভোগী নারীকে আব্দুল লতিফ যে নিকাহনামা সরবরাহ করেছিলেন, তার স্বাক্ষর ও সীল অস্বীকার করছেন নিকাহ রেজিস্ট্রার মো. সোলায়মান হোসেন।

এ নিয়ে শিক্ষক আব্দুল লতিফের বিরুদ্ধে সীল ও স্বাক্ষর জালিয়াতি ও প্রতারণার অভিযোগ করেছেন ওই নারী। একই অভিযোগে মামলার আসামি হয়েছেন কাজী মো. সোলাইমান হোসেনও। সিনিয়র জুডিশ্যল ম্যাজিস্ট্রেট কালীগঞ্জ আমলী আদালতে মামলাটি চলমান রয়েছে।

বিয়ের সাক্ষী সদর উপজেলার মধুহাটী ইউনিয়নের জিয়ালা গ্রামের লুৎফর রহমান ও চান্দুয়ালি গ্রামের নজরুল ইসলাম জানান, তারা বিয়ের সময় উপিস্থত ছিলেন। ছেলে মেয়ের বিয়ে পড়ান আব্দুল লতিফ। দ্বিতীয় বিয়ের দেনমোহর ২২ লাখ ৫০ হাজার টাকা ছিল বলেও সাক্ষিরা দাবী করেন। মামলার পর আদালতের আদেশে ঘটনাটির তদন্ত করছেন ঝিনাইদহ পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিআইবি)।

পিবিআই’র ওসি নাসির উদ্দিন জানান, মিজানুর-আফিয়া দম্পতি একাধিকবার নিজেরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। তাদের একটি সন্তান অন্ধ। যে কারণে শেষবার তাদের বিয়েতে নাকি দেনমোহর ২২ লাখ ৫০

হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু নিকাহ রেজিস্ট্রার যে নিকাহনামা দিয়েছেন, তাতে নাকি আড়াই লাখ টাকা উল্লেখ করা আছে। এটা নিয়েই ক্ষুব্ধ হয়ে মামলা দিয়েছেন আফিয়া খাতুন। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

এ ব্যাপারে অভিযোগ অস্বীকার করে কাজীর সহকারি আব্দুল লতিফ বলেন, মিজানুর-আফিয়ার বিয়ে আমি পড়িয়ে ছিলাম। কিন্তু কাজী সাহেব ব্যস্ত থাকায় আমাকে নিকাহনামা লেখার দায়িত্ব দিয়ে ওইদিন চলে যান। আমি নিকাহনামা লিখে ছিলাম। বিয়ের কাবিননামায় দেনমোহর ছিল ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা। কিন্তু পরে কাজী সাহেব একটি পক্ষের সাথে যোগসাজশ করে ২২ লাখ ৫০ হাজার টাকা দেনমোহর দেখিয়েছে। কাজী সাহেব আমাকে ফাঁসিয়েছেন।

নিকাহ রেজিষ্ট্রার কাজী মোঃ সোলাইমান হোসেন বলেন, মিজানুর-আফিয়ার বিয়ে আমি পড়ায়নি। কোনো বিয়ে রেজিস্ট্রিও করিনি। আমার সীল-স্বাক্ষর জাল করে মাদ্রাসা শিক্ষক আব্দুল লতিফ এই অপকর্ম করেছেন বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

আলমডাঙ্গায় চেক জালিয়াতি মামলায় ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় চেক জালিয়াতি মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি গার্মেন্টস কাপড় ব্যবসায়ী আশরাফুল আলম (আশা) (২৮) কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার দিনগত রাতে এরশাদপুর গ্রাম থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত আশরাফুল আলম (আশা) পৌর এলাকার এরশাদপুর গ্রামের তাঁতীপাড়ার আতিয়ার রহমানের ছেলে।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার রাতে ওই এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। পরে এরশাদপুরের ভাড়া বাড়ি থেকে চেক জালিয়াতি মামলায় তাকে গ্রেফতার

করা হয়। পরে বৃহস্পতিবার সকালে আশরাফুল আলম (আশা) কে চুয়াডাঙ্গা কোর্টে প্রেরণ করা হয়।

কুষ্টিয়া জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের জামিন

জাতীয় পরিচয়পত্র জালিয়াতির মামলায় কুষ্টিয়া জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি হাজী রবিউল ইসলামকে ৮ সপ্তাহের আগাম জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট।

বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম ও বিচারপতি মো. মোস্তাফিজুর রহমানের হাইকোর্ট বেঞ্চ রবিবার এ আদেশ দেন। জামিন আবেদনকারীপক্ষে আইনজীবী ছিলেন অ্যাডভোকেট খুরশীদ আলম খান।

জাতীয় পরিচয়পত্র জালিয়াতির অভিযোগে গত ৭ সেপ্টেম্বর কুষ্টিয়া মডেল থানায় মামলা করা হয়। এ মামলার আসামি মহিবুল ইসলামকে গ্রেপ্তারের পর তিনি আদালতে স্বীকারেক্তিমূলক জবানবন্দী দিয়েছেন।

তার দেওয়া জবানবন্দীতে হাজী রবিউল ইসলামের নাম উঠে আসে। যে জমি কেনাবেঁচায় জাতীয় পরিচয়পত্র জালিয়াতির ঘটনা ঘটেছে সেই জমি বিক্রির পর হাজী রবিউল ইসলামকে ৩০ লাখ টাকা দেওয়ার কথা ছিল বলে জবানবন্দীতে জানান মহিবুল ইসলাম।

তবে জাতীয় পরিচয়পত্র জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন কিনা সেবিষয়ে কোনো কথা বলেননি মহিবুল ইসলাম। তারপরও পুলিশী হয়রানি বা গ্রেপ্তার এড়াতে হাইকোর্টে হাজির হয়ে আগাম জামিনের আবেদন করেন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান।

সাবরিনার নামে দুটি এনআইডি কেন, ইসির কাছে প্রশ্ন দুদকের

জেকেজি হেলথ কেয়ারের চেয়ারম্যান ডা. সাবরিনার দু’টি এনআইডির (জাতীয় পরিচয়পত্র) সন্ধান পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। তবে তিনি কীভাবে একাধিক এনআইডি পেয়েছেন, তা জানতে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়েছে দুদক।

বুধবার (২৬ আগস্ট) দুর্নীতি দমন কমিশনের পরিচালক ও জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রণব কুমার ভট্টাচার্য্য গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, ‘ডাক্তার সাবরিনার দু’টি এনআইডির বিষয়ে জানতে নির্বাচন কমিশনের সচিব বরাবর গত ১৯ আগস্ট চিঠি দিয়েছে দুদক। ’ ডা. সাবরিনার দু’টি জাতীয় পরিচয়পত্র বর্তমানে সচল এবং দু’টিতে তার একই নাম। চিঠিতে একই নাগরিক কীভাবে দু’টি জাতীয় পরিচয়পত্র রাখতে পারে, সে বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষা নিয়ে প্রতারণার অভিযোগে গত ২৩ জুন জেকেজির সিইও আরিফসহ পাঁচজনকে গ্রেফতার করে তেজগাঁও থানা পুলিশ।

এ ঘটনায় তেজগাঁও থানায় প্রতারণা ও জালিয়াতির অভিযোগে পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করে। মামলার তদন্তে জেকেজির চেয়ারম্যান ডা. সাবরিনার নাম এলে গত ১২ জুলাই তাকেও গ্রেফতার করে পুলিশ। বর্তমানে এ মামলার সব আসামি কারাগারে রয়েছেন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন